আজকাল
সোপান
আরও বড় হতে হবে

আমায় চেনো?

গত সোমবারের ছবির ব্যক্তিটি হলেন অস্কার বিজয়ী মার্কিন অভিনেতা **জিন হ্যাকম্যান**। ঠিক উত্তরদাতা **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি।

এই পাতা আপনাদেরই। শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক সকলের। এখানে আর কী কী বিষয়, বৈচিত্র যোগ করলে ভাল হয়, মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন, এটাই অনুরোধ। আমাদের জানাবেন এখানে : aajkaalsopan@gmail.com

কলকাতা সোমবার ১০ মার্চ ২০২৫ (১০)

বর্তমানে যে কোনও অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা চলে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টকে। এরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স। বেশ কয়েক বছর হল এই বিষয়ে এরাজ্যেও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের সুযোগ মিলছে। গড়া যাচ্ছে আকর্ষণীয় কেরিয়ারও। কীভাবে, জানাচ্ছেন আইআইএসডব্লিউবিএম, এমবিএ-পাবলিক সিস্টেমস বিভাগীয় প্রধান **প্রোফেসর প্রদীপ কুমার শিকদার** এবং ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশালাইজেশন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর তথা কো-অর্ডিনেটর **ড. রুদ্রাংশু বিশ্বাস**

ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট

প্রোফেসর প্রদীপ কুমার শিকদার

ড. রুদ্রাংশু বিশ্বাস

সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট যে কোনও অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট হল সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টেরই একটি অংশ। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, সাধারণ মানুষ জানে না যে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট বা লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট আসলে কী। লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট হল উৎসস্থল এবং ব্যবহারের (কনজাম্পশন) স্থানের মধ্যে পণ্য, পরিষেবা এবং তথ্যের আদানপ্রদানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া।

ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট একটি উদীয়মান ক্ষেত্র এবং প্রতিদিন এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতেও ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট গত ত্রিশ বছরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। তাই ভারত সরকার সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের ওপর মনোনিবেশ করছে। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান (এনএমপি)-এর পরিপূরক হিসেবে, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ভারতবর্ষ তার প্রথম ন্যাশনাল লজিস্টিক্স পলিসি (এনএলপি) প্রকাশ করেছে। এনএলপি-তে, লজিস্টিক্স-এর সংজ্ঞা হিসেবে উৎপাদন ও ব্যবহারের স্থান, সঞ্চয়, মূল্য সংযোজন ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবার মধ্যে পণ্য পরিবহণ ও পরিচালনার সমগ্র ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে। ন্যাশনাল লজিস্টিক্স পলিসির দৃষ্টিভঙ্গি হল 'দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য দেশে একটি প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম, সার্বিক, ব্যয়সাশ্রয়ী, স্থিতিস্থাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং বিশ্বস্ত সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।'

ন্যাশনাল লজিস্টিক্স পলিসির (এনএলপি) লক্ষ্য হল, প্রথমত, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের লজিস্টিক্সের খরচ কমিয়ে সারা বিশ্বের মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় করা এবং দ্বিতীয়ত, লজিস্টিক্স পারফরমেন্স ইনডেক্স (এলপিআই) র‍্যাঙ্কিং উন্নত করা বা ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ২৫টি দেশের মধ্যে স্থান করে নেওয়ার চেষ্টা করা। তৃতীয়ত, একটি দক্ষ লজিস্টিক্স সিস্টেমের জন্য ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি করা।

এনএলপি ২০২২-এ এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে যে, লজিস্টিক্সে দক্ষ জনবলের অভাব আমাদের দেশের জন্য একটা বড় সমস্যা এবং এর কারণ হল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে উচ্চশিক্ষায় লজিস্টিক্স ও সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে অপর্যাপ্ত কোর্স এবং প্রোগ্রাম।

এখানে আইআইএসডব্লিউবিএম-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা ১৯৯৫ সাল থেকে ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল (ম্যানপাওয়ার) সরবরাহ করছি। বিভিন্ন শিল্পে আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের সংখ্যা নজর কাড়ার মতো। এঁদের অনেকেই অনেক নামী প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিক্স ও সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এমনকী তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিদেশেও খুব ভাল কাজ করছেন। আমরা শিক্ষার্থীদের সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন দিক, যেমন- লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই প্ল্যানিং, সাপ্লাই চেন অ্যানালিটিক্স, প্রোকিওরমেন্ট, কাস্টমার সার্ভিস, অর্ডার ম্যানেজমেন্ট, মেটিরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন ও ওয়্যারহাউজিং সম্পর্কে প্রাথমিক এবং উন্নতমানের কোর্স করিয়ে থাকি। শিক্ষার্থীরা মেথডোলজি, টুলস, সফ্‌টওয়্যার-এর সঙ্গে পরিচিত হয় যা তাদের পরবর্তীকালে সাপ্লাই চেন বিশ্লেষণ ও পরিচালনায় পারদর্শী করে তোলে।

প্রথম বর্ষে গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ এবং শেষ বর্ষে ডিজার্টেশন-এর মাধ্যমে তাদের শিল্পের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়। নিয়মিত শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শন (ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট), শিল্প ও অ্যাকাডেমিক বিশেষজ্ঞদের বিশেষ বক্তৃতা, প্রকল্প এবং গবেষণাপত্র তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল) জ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। আমাদের শিক্ষার্থীরা কোর্স শেষের পর উৎপাদক সংস্থার পাশাপাশি কনসালটেন্সি সংস্থা, ই-কমার্স, কুইক-কমার্স এবং বিভিন্ন ট্রান্সপোর্ট সংস্থায় কাজ পেয়ে থাকে।

আমাদের ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত নামী কোম্পানির উচ্চপদে রয়েছেন বা নিয়মিত প্লেসমেন্ট পেয়ে থাকেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থা হল— হিন্দালকো, আলট্রাটেক সিমেন্ট, ব্রিটানিয়া, ইমামি, সেঞ্চুরি প্লাই, নেসলে, আইটিসি, এক্সাইড, অম্বুজা সিমেন্ট, পারেখ, ডাবর, অ্যামাজন, ক্যাফে কফি ডে, স্যামসাং, ফিলিপস, ক্যাট্রল, উষা মার্টিন, জেএসডব্লিউ, টাটা প্রোজেক্টস, গতি (জিএটিআই), লাফার্জ, বার্জার, প্যাটালুনস, ভি-ট্রান্স, ফ্লিপকার্ট, প্রিজম সিমেন্ট, ওরিকা, টিসিএস, অ্যাকসেনচার, এইচপি, জিসিআই, বামার লরি, লিন্ডে, এসিসি সিমেন্ট, জিন্দাল ষ্টিল অ্যান্ড পাওয়ার, এভারেডি, খাদিম, হোলসিম, আদানি পোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিক্স, মেডাইন ফার্মা, ল্যান্ডমার্ক গ্রুপ প্রভৃতি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দেশের বাইরেও (বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে) ভাল প্লেসমেন্ট পেয়ে থাকেন।

ভারতে সাপ্লাই চেনে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদা প্রচুর কিন্তু প্রশিক্ষিত ব্যক্তির জোগান খুবই সীমিত। তাই যোগ্য সাপ্লাই চেন পেশাদার সরবরাহের ক্ষেত্রে এই কোর্সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দিদিমণির ডায়েরি

উচ্চমাধ্যমিকের পর কীভাবে সঠিক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেবে

মাণ্ডবী চক্রবর্তী

দ্বাদশ শ্রেণির পর সঠিক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করে না, বরং ভবিষ্যৎ ও জীবনের দিকনির্দেশও করে। তাই কলেজ নির্বাচন করার সময়ই সচেতন হওয়া জরুরি। সেক্ষেত্রে কী কী বিষয় প্রাধান্য দিয়ে বিচার করা উচিত, তা একে একে দেখে নেব।

» **নিজের পছন্দ অনুযায়ী কলেজ নির্বাচন**

প্রথমেই নিজের আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। তুমি যদি বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্যের ছাত্র হও, তাহলে তোমার পড়ার বিষয় অনুযায়ী কোন কলেজ উপযুক্ত হবে, তা ঠিক করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যদি তুমি আইনজীবী হতে চাও, তবে এমন কলেজ বেছে নেওয়া উচিত, যেখানে ভালো আইন বিভাগ রয়েছে। আবার যদি তুমি অ্যানিমেশন বা গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে পড়তে চাও, তাহলে সেই বিষয়ে ভাল পরিকাঠামো রয়েছে, এমন কলেজ বেছে নেওয়াই শ্রেয়।

» **পরিকাঠামো (Infrastructure) ও সুযোগ-সুবিধা**

কলেজের ক্যাম্পাস, লাইব্রেরি, গবেষণাগার, প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, হস্টেল ব্যবস্থা, খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম (কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি) কেমন, তা জানা দরকার। আধুনিক প্রযুক্তি ও ভাল ইন্টারনেটের সুবিধা থাকলে পড়াশোনা সহজ ও কার্যকর হয়।

» **কলেজের অবস্থান (Location)**

কলেজের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি তুমি দূরে পড়তে যাও, তবে পরিবহণ ব্যবস্থা, হস্টেল এবং জীবনযাত্রার খরচ বিবেচনা করতে হবে। নিকটবর্তী ভাল কলেজ থাকলে সেটাই বেছে নেওয়া ভাল, যাতে যাতায়াত সহজ হয়।

» **কলেজের মান ও স্বীকৃতি (Affiliation)**

কলেজের অনুমোদন এবং স্বীকৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকার অনুমোদিত এবং ভালো র‍্যাঙ্কিং আছে, এমন কলেজ বেছে নেওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। ইউজিসি বা এআইসিটিই বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডের স্বীকৃতি রয়েছে কি না, তা যাচাই করা জরুরি।

» **প্রোফেসর, ফ্যাকাল্টি ও পাঠ্যক্রম**

কলেজের অধ্যাপকদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খোঁজ নাও। ভাল মানের শিক্ষক এবং সময়োপযোগী পাঠ্যক্রম থাকলে পড়াশোনা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়।

» **কলেজের খরচ (ফি স্ট্রাকচার) ও বৃত্তির (স্কলারশিপ) সুযোগ**

কলেজের টিউশন ফি, অন্যান্য খরচ ও অর্থনৈতিক সহায়তা পাওয়া যায় কি না, তা দেখে নেওয়া উচিত। অনেক কলেজে মেধাবী ও আর্থিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি বা ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া হয়, যা পড়াশোনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

» **প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পর্যালোচনা**

কলেজের পাশ-আউট স্টুডেন্ট বা যারা কলেজে পড়ছে, এমন পড়ুয়াদের মতামত জানা গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত বুঝতে পারলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

» **ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট ও ইন্টার্নশিপ**

অনেক কলেজ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ বা ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেয়, তাই ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স বা চাকরির সুযোগ কতটা ভাল, তা যাচাই করে নেওয়া দরকার।

আমি বলি কী, সঠিক কলেজ নির্বাচন করা নিয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল। নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, কলেজের সুযোগ-সুবিধা, খরচ ও চাকরির সম্ভাবনা, সব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। ভাল গবেষণা করে এবং বাবা-মা অথবা অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সঠিক কলেজ নির্বাচন করলে ভবিষ্যতে পড়াশোনা ও কেরিয়ার উজ্জ্বল হবে।

আইআইএসইআর কলকাতায় বিএস-এমএস ডুয়াল ডিগ্রি কোর্স

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর) কলকাতায় কম্পিউটেশনাল অ্যান্ড ডেটা সায়েন্সে বিএস-এমএস ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করার কথা জানাল। আইআইএসইআর কলকাতার ডিরেক্টর প্রোফেসর সুনীল কুমার খারে এবং গভর্নর বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক অরবিন্দ এ নাটুর নেতৃত্বে এই দূরদর্শী উদ্যোগ।

পাঁচ বছরের ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রামের এই ইন্টারডিসিপ্লিনারি পাঠ্যক্রমটি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পৃথিবী বিজ্ঞান এবং গণিতে প্রয়োগের সঙ্গে কম্পিউটেশনাল কৌশলের সংমিশ্রণ। এখানে যে কোর্সগুলি করানো হবে, তার মধ্যে রয়েছে: প্রথম দুই বছরে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রোগ্রামিং-এর ফাউন্ডেশন কোর্স, তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে থাকবে মেশিন লার্নিং, হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি ঐচ্ছিক-সহ কম্পিউটেশনাল এবং ডেটা সায়েন্সের উন্নত কোর্স। শেষে পঞ্চম বছরে থাকবে গবেষণা।

আইআইএসইআর কলকাতার একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ডিন অধ্যাপক রঞ্জীত ভট্টাচার্য এবং কম্পিউটেশনাল ও ডেটা সায়েন্সেস বিভাগের প্রধান ড. কৃপাবন্ধু ঘোষ এই কোর্স সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

কম্পিউটেশনাল এবং ডেটা সায়েন্সে বিএস-এমএস ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে। ভর্তির বিবরণ এবং যোগ্যতার মানদণ্ড আইআইএসইআর-এর এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: https://www.iiserkol.ac.in।

সিএপিএফে ৩৫৭ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট

» গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাগত যোগ্যতায় সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট হিসেবে ৩৫৭ পুরুষপদে (বিএসএফ ২৪, সিআরপিএফ ২০৪, সিআইএসএফ ১২, আইটিবিপি ৪, এসএসবি ৩৩) নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। প্রার্থীবাছাই করবে ইউপিএসসি। ১ আগস্ট, ২০২৫-এর নিরিখে প্রার্থীর বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই আবেদনের যোগ্য।

প্রার্থীবাছাইয়ে কলকাতাতেও প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৩ আগস্ট। পেপার ১ হবে সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং পেপার ২ হবে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এতে উত্তরোদে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস টেস্ট, ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট, ইন্টারভিউ বা পার্সোনালিটি টেস্ট এবং মেডিক্যাল টেস্ট হবে। পরীক্ষার বিশদ সিলেবাস ওয়েবসাইটে। আবেদন করা যাচ্ছে https://upsconline.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে। পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা। মহিলা ও তফসিলিদের লাগবে না। শেষ তারিখ ২৫ মার্চ।

আইইএম-ইউইএম গ্রুপে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মহোৎসব

কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইউইএম) আয়োজন করল টেকনো-ম্যানেজমেন্ট ফেস্টিভ্যাল 'ইনোভেশিয়ান ২০২৫'। স্মার্ট সোসাইটি, ইউএসএ এবং রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক সিলিকন ভ্যালি-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক ইভেন্টে বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবক, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদরা অংশ নেন।

এবছর আইআইটি, এনআইটি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, আইআইইএসটি শিবপুর-এর মতো ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনাইটেড কিংডম, রোমানিয়া, পর্তুগাল, রাশিয়া, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নেয়। ১৫০টিরও বেশি অভিনব প্রকল্প ও ১০০টিরও বেশি টেকনিক্যাল পোস্টার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আইইএম-ইউইএম উদ্ভাবন, গবেষণা এবং শিল্প সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে রোবটিক্স, এআই, থ্রেমিং এবং ব্যবসায়িক উদ্ভাবনের দুর্লভ সমন্বয় দেখা গেছে। কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে ছিল ওয়েস্ট অয়েল রিসাইক্লার, রিফ্রেশেবল ব্রেইল ডিসপ্লে (দৃষ্টিহীনদের জন্য উন্নত পাঠ্যপ্রদর্শনী), কোয়ান্টাম লিপ, এআই চালিত স্মার্ট হেলমেট, স্বাস্থ্যকর কৃষি জোন, ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসটিপিআই, কলকাতা অ্যান্ড ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ডিরেক্টর মঞ্জিত নায়ক; টেক মহিন্দ্রা ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ পাল; পিডব্লিউসি ডেটা অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স-এর পার্টনার ইন্দ্রনীল মিত্র; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্মসচিব সঞ্জয় কুমার দাস; অ্যাকসেনচার টেকনোলজি সলিউশনস লিড শঙ্কর ঘোষ; আইইএম-ইউইএম গ্রুপের প্রেসিডেন্ট প্রোফেসর বনানী চক্রবর্তী এবং ডিরেক্টর প্রোফেসর সত্যজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

এই সপ্তাহের বিতর্কের বিষয়

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে বসলে তবেই রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, ট্যাবের টাকা দেওয়া হোক

নাম, পুরো ঠিকানা, মোবাইল নম্বর-সহ ১০০ শব্দের মধ্যে আপনার মতামত আগামী শুক্রবারের মধ্যে জানান এই ই-মেল আইডি-তে: aajkaalsopan@gmail.com

গত সোমবারের বিতর্কের বিষয়

উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী কমার আসল কারণ আর্থ-সামাজিক

আমাদের দেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো বর্তমানে অত্যন্ত ভঙ্গুর। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদেরই পড়াশোনায় অনীহা, হতাশা। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব আর একটি কারণ। নিজে কোচিং সেন্টারে যুক্ত রয়েছি। গত বছর ভাল নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করে একটি ছেলে মুম্বইয়ে সোনার কাজে চলে যাওয়ার খবর পেয়ে তার বাড়িতে আমরা কিছু শিক্ষক যাই। ছেলেটির বাবা বলেন, 'আপনারা তো স্যার এত লেখাপড়া করেছেন, কোন চাকরি পেলেন? লেখাপড়া করে কিছু হবে না! হাতের কাজ শিখলে তাও নিজে নিজের পেট চালাতে পারবে।' ওর বাবাকে কিছু বলতে পারিনি।

— **সুদীপ্ত চ্যাটার্জি**, সুলতানপুর, দুধপুকুর পাড়া, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

নানা তথ্য, সমীক্ষা আর গবেষণা বলছে, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মোটেও নিম্নগামী নয়। দামি বিলাসবহুল দ্রব্যের ব্যবহার থেকে শুরু করে মানুষের জীবনধারণের মান যথেষ্ট ঊর্ধ্বমুখী। একথা তাই এখন বলা যাবে না যে, টাকার অভাবে কেউ পড়তে পারছে না। তাছাড়া সরকারের নানাবিধ প্রকল্পের সুবিধায় আজ অন্তত বিদ্যালয়শিক্ষা নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত, কারওর নাগালের বাইরে নয়। এসব সত্ত্বেও বড় পরীক্ষাগুলোয় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। এর আসল কারণ অন্য জায়গায়। আর সেটা হল, লেখাপড়া বিষয়টাই আজ সমাজের কাছে গুরুত্বহীন হতে বসেছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মানুষ উপযুক্ত কাজ পায়নি, জীবনধারণের জন্য দিশাহারা মানুষের কাছে পড়াশোনা কোনও কাজে আসছে না। এই দুর্বিষহ দৃশ্য এখানকার ছেলেমেয়ে আর তাদের অভিভাবকেরা প্রত্যক্ষ করছেন, তাই যত প্রজন্ম যে ভুল করেছে, সেই ভুল তারা আর করতে চায় না। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ যেহেতু রোজগারের ক্ষেত্রে কোনও সহায়ক হবে না, তাই তারা আগেভাগেই জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ছে।

— **শঙ্খ অধিকারী**, সাবড়াকোন, বাঁকুড়া

এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী প্রায় দুই লক্ষ কমে গেছে। পরীক্ষার্থী কমার প্রধান কারণ যে আর্থ-সামাজিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একে তো পড়াশোনা চালিয়ে গেলে বাবা-মাকে বিশাল ব্যয় বহন করতে হবে। অন্যদিকে যদি পড়া বন্ধ করে রোজগারে নেমে পড়া যায়, তাহলে দুটো পয়সার মুখ দেখা যাবে। এই চিন্তাধারা থেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক পড়ুয়া স্রেফ আর্থ-সামাজিক কারণে উচ্চমাধ্যমিকে বসছে না।

— **অরীশচন্দ্র ডাওয়াল**, হারান ব্যানার্জি লেন, কোন্নগর, হুগলি

উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী কমার আসল কারণ যে আর্থ-সামাজিক, সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উচ্চমাধ্যমিকে সফল হতে গেলে যে ধরণের প্রশিক্ষণ লাগে এবং তার জন্য যে খরচ অভিভাবকদের বহন করতে হয়, তা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়না। তাই ধীরে ধীরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তাই অনেকে প্রথম থেকেই অল্প খরচে কারিগরি শিক্ষার পিছনে ছুটছে।

— **অরুণ গুপ্ত**, নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৮৪

আমি মনে করি উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী কমার আসল কারণ আর্থ-সামাজিক। সরকারি সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট হলেও পারিবারিক আয় অবশ্যই একটা কারণ। পেশাজগতে প্রবেশও অন্যতম কারণ। সংসারের অচ্ছলতা কাটাতে ও স্বনির্ভর হতে মাঝ পথে অনেকেই পড়া ছেড়ে দিচ্ছে।

— **শিবপদ চক্রবর্তী**, কচুরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষের বাস গ্রামে। তাদের বড় অংশের আয় কৃষি ও কৃষিনির্ভর কাজকর্ম থেকে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যাও হেলাফেলার নয়। আয়ের এই দুটি উৎস বড় অনিশ্চিত, ঝুঁকিপূর্ণ। শিক্ষার ব্যাপ্তিতে মাধ্যমিক আজ সকলের স্বাভাবিক লক্ষ্য। এসবের মাঝে কন্যাশ্রীর পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণ, অ্যান্ড্রয়েড ফোন নাগালে আসা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আর নিজেদের সামর্থ্য বিচারে বিদ্যাচর্চার বদলে সংসারে প্রবেশ ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানোটা অনেকেই ভাগ্য বলে মানে। তাই মাধ্যমিক পাশের পর উচ্চমাধ্যমিকের আগেই থমকে যাচ্ছে অনেকে।

— **তুষার ব্যানার্জি**, বরোদা, সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর

কোভিডের পর পৃথিবী জুড়েই এক চরম ধাক্কা দেখেছে সর্বস্তরে, তার মধ্যে শিক্ষাঙ্গনও বাদ নয়। আবার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সকলের এক নয়। ফলে বহু পরিবারের ছেলেমেয়েরা অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বিভিন্ন কাজে লেগে যায়, ফলে উচ্চমাধ্যমিক আর দেওয়া হয় না, অনেকে তো আবার মাধ্যমিকও দেয় না। এমতাবস্থায় পাড়ায় পাড়ায় যদি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় না বসার মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে কিছুটা উপকার হতে পারে বলে মনে হয়। পরিবেশ ঘরে অভাব থাকবেই, তার মধ্যেই লক্ষ্য ঠিক রেখে পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের দিকে এগোতে হবে এই প্রচারের কাজটাও জরুরি বলেই মনে হচ্ছে। তবে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব থাকে, যাতে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীই চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসে, তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

— **মৃত্যুঞ্জয় বোস**, শেঠবাগান রোড, দমদম, কলকাতা- ৩০

রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর ছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়াতে কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর মতো বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। পড়াশোনার সুবিধার জন্য ট্যাব কিনতে একাদশ ও দ্বাদশের ছাত্রছাত্রীদের ১০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। তারপরেও স্কুলছুট যে অব্যাহত, তার প্রমাণ এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, পড়ুয়ারা দেখতে পাচ্ছে, তাদের দাদা-দিদিরা উচ্চশিক্ষা করে বসে রয়েছে। এছাড়াও স্কুলে শিক্ষকের অভাব। যে কারণে বাইরের শিক্ষকের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অধিকাংশ পড়ুয়ার পরিবারের সেই ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য নেই। তাই অনেকে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের টাকাটা নিয়েই রোজগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে। আবার অচ্ছল পরিবারের ছাত্রীদের অনেকে কন্যাশ্রী বা রূপশ্রীর টাকা পেয়ে বাবা-মায়ের বোঝা হতে চায় না। এভাবে অনেক নাবালিকার বিয়েও হয়ে যাচ্ছে।

— **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেকেই কাজের খোঁজে ছুটছে। শুধু উচ্চমাধ্যমিক নয়, উচ্চশিক্ষার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই একই ধারা। চাকরির বাজার যে হারে সঙ্কুচিত হচ্ছে, সেখানে উচ্চশিক্ষার পরে কাজের নিশ্চয়তা কোথায়?

— **মনিরুজ্জামান**, কদসুর, উত্তর ২৪ পরগনা

কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে লেখাপড়া নেহাতই লাভসারা হয়ে পড়েছে। ফলে স্কুলশিক্ষা শেষের আগেই ভিনরাজ্যে কাজে চলে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। তাছাড়া বেশিরভাগ সংস্থা কর্মীনিয়োগে যেভাবে স্কিলের ওপর জোর দিচ্ছে, বেশিরভাগ পড়ুয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে চলে যাচ্ছে কর্মসংস্থানের আশায়।

— **শ্রীজী ভট্টাচার্য**, হামিরহাটি, বাঁকুড়া

এবারের উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় আড়াই লক্ষ কম। এর অন্যতম কারণ হল, ২০১৭ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে বয